দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 APR 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

54

ছাত্রাবাস থেকে পিস্তল গুলি ও বস্তাভর্তি হাতবোমা উদ্ধার

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ বন্দুকযুদ্ধ বরিশাল মেডিক্যাল বন্ধ

বরিশাল, ১৬ই এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।– ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে দেড় ঘন্টা বন্দুকযুদ্ধের পর বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গোলাগুলিতে দু'পক্ষের ২০ জন আহত হয়েছে। সকল ছাত্র হল ত্যাগ করেছে। পুলিশ ছাত্রাবাস থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করেছে। কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে ছাত্রলীগ আজ থেকে কলেজে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছিল। নতুন ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের ছাত্ররা ভর্তি হওয়ার ২০৭ দিন পর আজ সকালে কলেজে পৌঁছলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল উভয়েই নবাগতদের নিজেদের দলে টানবার জন্য দু'টি ছাত্রাবাসে আটক করে রাখে। এর পরই উভয় সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। দু' সংগঠনের মধ্যে প্রায় ৪৫ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। এ সময় প্রায় দেড় শতাধিক বোমা বিস্ফোরিত হয়। উভয়পক্ষ পাথর, রড ইত্যাদি ব্যবহার করে।

সংঘর্ষ চলাকালে কলেজ চত্বরে উপস্থিত পুলিশ দল নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। পরে জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে দু' শতাধিক রিজার্ভ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ছাত্রলীগ কলেজ প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়ায় হাসপাতাল পরিচালকের কক্ষে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় কলেজ বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে ৩টি পাইপ গান, ৪টি পিস্তল, ১টি এয়ারগান, ২টি খেলনা পিস্তল, ৪ রাউন্ড গুলি, ১ বস্তা হাতবোমা, বহুসংখ্যক পাথর, রড এবং বোমা তৈরির মালামাল উদ্ধার বরিশাল ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৬

বরিশাল ঃ মেডিক্যাল বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে। অধিকাংশ অস্ত্রই ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত ২ নম্বর ছাত্রাবাস থেকে উদ্ধার করা হয়।

অস্ত্র উদ্ধারে ছাত্র ইউনিয়ন পুলিশকে সহায়তা করেছে অভিযোগে ছাত্রদল নেতারা ছাত্র ইউনিয়ন নেতা–কর্মীদেরকে হুমকি দিয়েছে। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীরা যখন লঞ্চযোগে বাড়ি যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন লঞ্চঘাটে আরেক দফা সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এখানে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।